রিপোর্টে প্রকাশ

একলা থাকার অভ্যাস আয়ু কমিয়ে দেয়

লন্ডন, ১৩ জুন ঃ 'এই একলা ঘর আমার দেশ...' শুনতে বা বলতে বেশ ভালোই লাগে। পাহাড়ে, জঙ্গলে কিংবা চাঁদনি রাতে সমুদ্রসৈকতে মাঝেমধ্যে একলা হয়ে যেতে ভালো যে লাগে না, তা–ও নয়। একাকিত্ব হয়তো বা কখনও কোথাও অকবিকেও কবি বানিয়ে দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। একা থাকার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা। রিপোর্ট অনুযায়ী, যাঁরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন বা একা থাকেন, তাঁদের আয়ু কমে যায়।

ইউরোপীয় গবেষকরা বলছেন, একাকিত্ব হার্টের অসুখের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাঁরা বলছেন, একা থাকার চেয়েও একাকিত্বের অনুভূতি বেশি বিপজ্জনক। ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের গবেষক অ্যানে ভিনগার্ড ক্রাইস্টেনসেনের কথায়, 'আগের চেয়ে এখন মানুষ বেশি একাকিত্বে ভোগেন। আগের চেয়ে মানুষকে এখন অনেক বেশি একা থাকতেও হয়।' তিনি জানিয়েছেন, অতীতের গবেষণা থেকে জানা যায়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা হার্টের অসুখ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন বয়স ও লিঙ্গের ইস্কিমিক হার্টের রোগী, অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের রোগী এবং হার্টের ভাল্‌ভের রোগীদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, যেকোনো ধরনের রোগীর ক্ষেত্রেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব তাঁদের হার্টের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষার মান, অন্যান্য রোগে ভোগা, শারীরিক স্বাস্থ্য, ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী এবং নেশা থেকে শতহস্ত দূরে থাকা মিলিয়ে সব ধরনের মোট ১৩,৪৬৩ জন রোগীর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, প্রত্যেকের সুস্থতার ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে একাকিত্বের।

এত দিন বিশ্বের তাবড় চিকিৎসকরা মনে করতেন অতিরিক্ত ওজন এবং ধূমপানই অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। কিন্তু সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে স্পষ্ট, একাকিত্ব আয়ু কমিয়ে দেয়। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে যোগাযোগের প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধাও। তবু মানুষ আরও বেশি করে একা হয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের বাড়বাড়ন্তের যুগেও বাড়ছে একা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এই প্রবণতা মানুষের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান যুব প্রজন্ম পড়াশোনা বা কাজের সূত্রে বাইরে থাকতে বাধ্য হয়। বাবা–মা, স্বজন, বন্ধুদের সাহচর্য পায় না। তাদের মনের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে না সহপাঠী বা অফিসের সহকর্মীরা। এতে তাদের মানসিক চাপ বাড়তে থাকে। চাপ কমানোর জন্য তারা অবসর সময়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ঢুকে পড়ে। কিন্তু আপাত যোগাযোগের আবহেও তারা সমাজ ও জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নই থেকে যায়। চাপ আরও বাড়ে, ক্ষতি করে হার্টের।

সাম্প্রতিক একটি মার্কিন গবেষণাতেও এই তথ্য মিলেছে। মার্কিন গবেষক জুলিয়েনা হল্ট জানিয়েছেন, বাস্তবে সামাজিক মেলামেশা থাকলে মানসিক চাপ তৈরি হয় না। কিন্তু এর উলটোটা হলে মানসিক চাপ বাড়ে। ওই চাপ থেকেই শরীর ভাঙতে থাকে। সম্ভাবনা বাড়তে থাকে অকাল–বার্ধক্য ও হার্টের অসুখের। আয়ু কমে যায় সেই কারণেই। প্রায় ৩ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তাঁদের শরীর–স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতি জেনে ওই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। কেস স্টাডিতে দেখা গিয়েছে, এশিয়া, ইউরোপ নির্বিশেষে প্রায় সব দেশেই একাকিত্বের সমস্যা রীতিমতো উদ্‌বেগজনক। এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়ায় একাকিত্ব যেন মহামারির আকার নিয়েছে কম বয়সিদের মধ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে একা থাকার অর্থ, শারীরিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত থাকা। এই কারণেই একাকিত্ব আয়ু কমিয়ে দেয়।

বন্যার কবলে উত্তর-পূর্ব ভারত। ত্রিপুরার সাবরুম গ্রামে আশ্রয়ের খোঁজে বাসিন্দারা। – এএফপি

ইন্দিরার স্বর্ণমন্দির অভিযানের নথি প্রকাশের নির্দেশ

লন্ডন, ১৩ জুন ঃ ১৯৮৪ সালে পঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অপারেশন ব্লু স্টার সংক্রান্ত যাবতীয় নথি প্রকাশ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে লন্ডনের একটি আদালত। নথিপ্রকাশে নারাজ ব্রিটিশ সরকারের যুক্তি খারিজ করে আদালত জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা অমূলক। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিচারক মারে শ্যাংকস এই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বিচারক এটাও বলেছেন, সংশ্লিষ্ট নথিগুলির মধ্যে 'ভারত ঃ পলিটিকাল' শীর্ষক ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের যে ফাইলটি রয়েছে, তা প্রকাশ করা যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ক্যাবিনেট কমিটির উপরই ছাড়া হচ্ছে। আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য আগামী ১১ জুলাই পর্যন্ত থেরেসা মে সরকারকে সময় দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে না পারলে ১২ জুলাই যাবতীয় তথ্য আবেদনকারী ব্রিটিশ সাংবাদিক ফিল মিলারের হাতে তুলে দিতে হবে সরকারকে।

স্বর্ণমন্দির অভিযানে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ভারতকে সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। যদিও ব্রিটেন বরাবরই সেই কথা অস্বীকার করেছে। বছরকয়েক আগে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনও বলেছিলেন, অপারেশন ব্লুস্টারে ব্রিটেন স্রেফ মৌখিক পরামর্শ দিয়েছিল ভারতকে। এর বেশি ব্রিটিশ সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল না। ইন্দিরার সঙ্গে থ্যাচারের সুসম্পর্কের জন্যই ওই অভিযানের ক্ষেত্রে ভারতকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল ব্রিটেন। ক্যামেরন জানান, ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করেনি।

১৯৮৪–তে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির থেকে খালিস্তানি জঙ্গিদের উৎখাত করতে সেনা অভিযান করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। সেই সেনা অভিযানকে 'অপারেশন ব্লু স্টার' বলা হয়। ওই অভিযানে মার্গারেট থ্যাচার ঠিক কীভাবে ইন্দিরা গান্ধিকে সাহায্য করেছিলেন, তা জানতে মামলা দায়ের করেন ব্রিটিশ সাংবাদিক ফিল মিলার। সেই সূত্রেই এদিন নথি প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে বিচারক শ্যাংকস বলেন, বিষয়টি স্পর্শকাতর সন্দেহ নেই। কিন্তু তিন দশক বাদে পরিস্থিতি এতটাই বদলেছে যে কেবল পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্কের যুক্তি দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যাবলিকে আর গোপনীয় রাখা যায় না।

কিমকে পরমাণু শক্তিধর করেছে পাকিস্তান : বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কিম জং উনের ঐতিহাসিক বৈঠক নিয়ে কৌশলী প্রতিক্রিয়া দিল দিল্লি। এই শীর্ষ বৈঠককে সামনে রেখে বুধবার সরাসরি পাকিস্তানকে নিশানা করেছে কেন্দ্র। বিদেশমন্ত্রক বলেছে, আমেরিকা ও উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতাদের বৈঠককে স্বাগত জানাচ্ছে ভারত। কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি ফেরাতে এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তবে উত্তর কোরিয়াকে যারা পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছে তাদের দিকেও নজর দেওয়া উচিত বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের শীর্ষ বৈঠকের পর দিল্লির বক্তব্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে কূটনৈতিক মহল। বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে সাহায্য করার অভিযোগ নতুন নয়। ২০০২ সালে পাকিস্তানের সাহায্যেই উত্তর কোরিয়া ইউরেনিয়াম শোধনের কাজ শুরু করেছিল। পাকিস্তানের সাহায্য না পেলে মাত্র দেড় দশকের মধ্যে আর্থিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পিয়ংইয়ং–এর পক্ষে পরমাণু শক্তি অর্জন করা সম্ভব হত না। একিউ খান পাক পরমাণু সংস্থার প্রধান থাকার সময় পাকিস্তান থেকে উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক গবেষণার জন্য তথ্য ও যন্ত্রপাতি পাঠানো হয়েছিল।'

অন্যদিকে, কিম–ট্রাম্প বৈঠককে সামনে রেখে ভারত ও পাকিস্তানকে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিয়েছেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ)–এর সভাপতি শাহবাজ শরিফ। উত্তর কোরিয়া ও আমেরিকা যদি আলোচনার টেবিলে সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারে তাহলে ভারত–পাকিস্তান কেন সে পথে হাঁটবে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ২৫ জুলাই পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে নওয়াজ শরিফ ভোটে দাঁড়াতে না পারায় এবার মুসলিম লিগের তরফে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েছেন শাহবাজ শরিফ। ক্ষমতায় এলে কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

জম্মুতে পাক সেনার গুলিতে হত ৪ জওয়ান

জম্মু, ১৩ জুন ঃ জম্মু–কাশ্মীর সীমান্তে ফের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। মঙ্গলবার গভীর রাতে জম্মু–কাশ্মীরের সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরে বাবা চামিয়াল সেনাঘাঁটির কাছে কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই গুলির লড়াই শুরু করে পাক সেনা। পাক রেঞ্জার্সের ছোড়া গুলিতে নিহত হন ৪ বিএসএফ জওয়ান। এঁরা হলেন সাব–ইনস্পেকটর রজনীশ কুমার, এএসআই রাম নিবাস, যতীন্দ্র সিং এবং কনস্টেবল হংস রাজ। আহত হন আরও পাঁচজন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ রামগড় সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লক্ষ্য করে প্রথমে গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। এক বিএসএফ জওয়ান সেই সময় ট্র্যাক্টর থেকে ইট ফেলছিলেন। পাক সেনার গুলিতে তিনি গুরুতর জখম হন। তাঁকে বাঁচাতে অন্য জওয়ানরা এগিয়ে এলে পাক শিবির থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালানো শুরু হয়। গুলিবৃষ্টির মুখে পড়ে মৃত্যু হয় চার বিএসএফ জওয়ানের। জম্মু ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফ–এর আইজি রাম অবতার জানিয়েছেন, 'সম্প্রতি বিএসএফ এবং পাক রেঞ্জার্স বৈঠক করে ঠিক করেছিল, সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে দু–পক্ষের কেউই সংঘর্ষবিরতি ভাঙবে না। কিন্তু ওরা কথা রাখল না।' এদিন শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জম্মু–কাশ্মীরের ডিজিপি এসপি বৈদ্য। অন্য দিকে, পাকিস্তানি সেনা বারবার সংঘর্ষবিরতি ভেঙে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আঘাত হানার প্রেক্ষিতে স্থানীয় জনসাধারণ বুধবার পাক–বিরোধী মিছিল বের করে জম্মু–কাশ্মীরের একাধিক জায়গায়। এই মিছিলের নেপথ্যে ছিলেন জম্মু–কাশ্মীর প্যান্থার্স পার্টির নেতা হর্ষদেব সিং। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও পাক বাহিনীর হিংসার নিন্দা করে বিবৃতি দেন।

বন্ধু দেশগুলোকে নিরাপত্তার আশ্বাস আমেরিকার

উত্তর কোরিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠুক, চায় চিন

ওয়াশিংটন, ১৩ জুন ঃ উত্তর কোরিয়ার শীর্ষ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপর থেকেই আমেরিকার বন্ধু দেশগুলোর উদ্‌বেগ বেড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে ইন ইতিমধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে পেন্টাগন জানিয়েছে, বন্ধুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিতে তারা অবিচল থাকবে। দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্‌বেগের কারণ, তাদের দেশে মার্কিন ঘাঁটিতে সবসময় আমেরিকার ৩০ হাজার সেনা থাকেন। উত্তর কোরিয়া অনেক আগে থেকেই আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ মহড়া বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু ওই দুই দেশ বরাবরই বলেছে এই ধরনের মহড়ার চরিত্র প্রতিরক্ষামূলক। যদিও মঙ্গলবার কিমের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছেন, এই ধরনের মহড়া উত্তর কোরিয়ার জন্য উসকানিমূলক। তবে উত্তর কোরিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে যৌথ মহড়া ফের শুরু হবে বলে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পরে পেন্টাগনের মুখপাত্র ডানা হোয়াইট বলেছেন, 'মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের জোট আগের মতোই নিরাপত্তায় ঘেরা থাকবে।' অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাতে টুইট বার্তায় ট্রাম্প বলেছেন, উত্তর কোরিয়া যদি পরমাণু অস্ত্র ত্যাগ করে তাহলে তাদের লাভের সীমা–পরিসীমা থাকবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)–এর কূটনীতিকরা ট্রাম্প ও কিমের বৈঠকের প্রশংসা করেছেন। ইইউয়ের বিদেশ নীতি বিষয়ক প্রধান ফেডেরিকা মঘারিনি বলেছেন, ট্রাম্প ও কিমের বৈঠক কোরিয় উপদ্বীপে উত্তেজনা কমাতে কূটনৈতিক সমাধানের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে কোরিয় উপদ্বীপের পূর্ণ এবং প্রমাণসাপেক্ষ নিরস্ত্রীকরণ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের লক্ষ্যও একই। যৌথ ঘোষণাপত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব।' চিন মনে করে, যৌথ ঘোষণাপত্রে ট্রাম্প ও কিম সই করার পর উত্তর কোরিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র জেং শুয়াং বলেছেন, 'নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়নি। তবে আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক পথে সংকট সমাধানের যে চেষ্টা চলছে তাকে নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থন করা উচিত।'

ট্রাম্প–কন্যার টুইট নিয়ে জল্পনা চিনে

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ১৩ জুন ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ে তথা তাঁর উপদেষ্টা ইভাঙ্কা ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় চিনা প্রবাদ উল্লেখ করে একটি পোস্ট করেছেন। আর তা নিয়ে আমেরিকা ও চিনে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে। ইভাঙ্কা টুইটারে লিখেছেন, 'যাঁরা বলেন এটি করা যাবে না, সেটি করার সময় বাধা দেওয়াও তাঁদের উচিত হবে না।' ট্রাম্প–কন্যা এই মন্তব্যকে চিনের প্রবাদ বলে উল্লেখ করলে আদতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। তবে অনেকের দাবি, এই প্রবাদের উৎপত্তি পশ্চিমি দুনিয়ায়। চিনের বহু নাগরিকের ধারণা, প্রবাদটি শুনতে চিনের কোনো মহাপুরুষের মন্তব্য বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। এই প্রবাদের উৎস নিয়ে চিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। চিনে টুইটার নিষিদ্ধ, তাই দেশের সোশ্যাল মিডিয়াতে চিনের নাগরিকরা ইভাঙ্কার টুইটের স্ক্রিনশট শেয়ার করে প্রবাদের উৎস নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন।

রাজধানী এক্সপ্রেস
নতুন নম্বর সহিত ডিব্রুগড় থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে

এখন থেকে উত্তর রেলওয়ের নিউ দিল্লীর পরিবর্তে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের ডিব্রুগড়ের দ্বারা ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লী রাজধানী এক্সপ্রেসের মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদন করা হবে। **সেই অনুসারে নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশিত রাজধানী এক্সপ্রেসের রেল নম্বরের পরিবর্ত্তন করা হবেঃ**

বর্তমানে থাকা ট্রে'ন নং.	ফ্রিকোয়েন্সী	থেকে	পর্য্যন্ত	সংশোধিত ট্রে'ন নং.	কার্যকরী হবে
১২৪৩৫	দ্বি-সাপ্তাহিক	ডিব্রুগড় টাউন	নিউ দিল্লী	২০৫০৫	২২-১০-২০১৮
১২৪৩৬		নিউ দিল্লী	ডিব্রুগড় টাউন	২০৫০৬	২১-১০-২০১৮
১২২৩৫	সাপ্তাহিক	ডিব্রুগড়	নিউ দিল্লী	২০৫০৩	১৮-১০-২০১৮
১২২৩৬		নিউ দিল্লী	ডিব্রুগড়	২০৫০৪	২৩-১০-২০১৮

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিএমডব্লিউ–তে বাবাকে কবর

আবুজা, ১৩ জুন ঃ প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাবার মৃত্যু হয়েছে। তাই বাবার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে নতুন বিএমডব্লিউ গাড়িতে করে কবর দিলেন ছেলে। এমন ঘটনাটি ঘটেছে নাইজিরিয়ার একটি গ্রামে। জানা গিয়েছে, নাইজিরিয়ার ওই 'বাবা–ভক্ত' ছেলের নাম আজুবুইকে। তিনি ৫৭ লক্ষ টাকা দামের একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি দিয়ে বাবাকে শেষশ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ওই গাড়িকেই কফিন বানিয়ে তার মধ্যেই বাবার ফুলে সজ্জিত মৃতদেহটি রাখেন আজুবুইকে। তারপর বিশাল গর্ত খুঁড়ে সেটি কবর দেওয়া হয়। আজুবুইকের বাবার দেহ কবর দেওয়ার ছবিটি ইতিমধ্যে ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ সারাদিন হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় সামান্য মন্দা। কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসবে। শরীরভাব শুভ। **বৃষ ঃ** আজ কাউকে যেচে উপদেশ দিতে যাবেন না। সংসারে শান্তি রাখতে নিজে কিছুটা নীরব থাকুন। নেত্রপীড়ায় দুর্ভোগ। **মিথুন ঃ** কর্মক্ষেত্রে আজ থেকে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলায় আইনি পথ নিন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্য। উদরপীড়ায় দুর্ভোগ। **কর্কট ঃ** দিনটা বেশ ভালোই যাবে। সাদা রংয়ের পোশাক ব্যবহার করলে সবদিক শুভ ফল দিতে পারে। আপনি অবিবাহিত হলে কোনো সম্পর্কে আজ জড়াতে পারেন। সংগীতজগতের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। **সিংহ ঃ** মানসিক অবসাদ কাটবে। আর্থিক দিক ভালো যাবে। জনকল্যাণমূলক কাজে থেকে মনের তৃপ্তি। দাম্পত্যজীবন থাকবে বেশ ভালো। **কন্যা ঃ** গৃহনির্মাণের সিদ্ধান্ত আজ চূড়ান্ত হবে। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর আসতে পারে। কোনো স্বজন অযথা আপনাকে অপমান করবে। মূল্যবান পুরানো দ্রব্য কিনে লাভ। **তুলা ঃ** ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা আপস–আলোচনায় মিটে যাবে। বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে আর্থিক সুরাহা হবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃশ্চিক ঃ** সংসারে আত্মীয়ের আগমনে আনন্দ। আবেগের বশে অর্থের অপব্যয়। শেয়ার ও ফাটকায় অর্থপ্রাপ্তি। হাড়ের ব্যথা ভোগাবে। **ধনু ঃ** হঠাৎই কারোর সঙ্গে অকারণেই খারাপ ব্যবহার করে ফেলতে পারেন। পাওনা টাকা পাবেন। প্রেমে শুভ। **মকর ঃ** গৃহে উৎসবের সূচনা। শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে পড়বেন। মা এবং বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **কুম্ভ ঃ** কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের সহায়তা আজ পাবেন। ফেলে রাখা কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করুন। হঠাৎই কোনো প্রিয়জন আপনাকে না বুঝেই খারাপ ব্যবহার করতে পারেন। **মীন ঃ** শরীরভাব শুভ। তবে স্নায়ু এবং হৃদ্‌রোগীরা সতর্ক থাকুন। বহুদিনের পরিকল্পনা আজ রূপ নেবে। বিদেশে চাকুরিরত সন্তানের জন্যে হঠাৎই উদ্‌বেগ। দাম্পত্যে চলা ভুল বোঝাবুঝির অবসান। প্রেমের সঙ্গীর ওপর বিশ্বাস রাখুন।

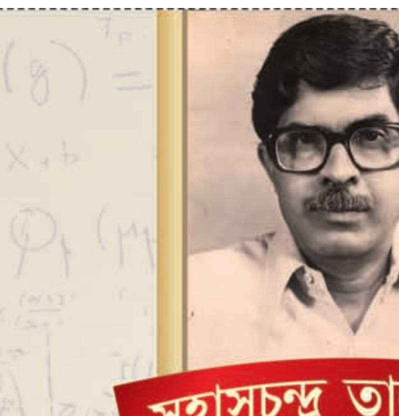

মেধাবৃত্তি ২০১৮

সুহাসচন্দ্র তালুকদার
স্মৃতি মেধাবৃত্তি ২০১৮
মাধ্যমিক বা সমতুল

আবেদনপত্র

ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ ....
বাবার নাম ঃ ....
সম্পূর্ণ ঠিকানা ঃ ....
....
যোগাযোগের মোবাইল নং ঃ .... কোন বোর্ডের পরীক্ষার্থী ঃ ....
বোর্ডের পরীক্ষায় প্রাপ্ত / পূর্ণ নম্বর ঃ ..../.......... শতাংশের হিসাব ঃ ....%
বাবার পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .... ₹ ....
মায়ের পেশা এবং বার্ষিক আয় ঃ .... ₹ ....
পারিবারিক মোট বার্ষিক আয় ঃ .... ₹ ....
ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ ....
....
....
....
আবেদনকারীর বাবা–মা কেউ বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবারের সদস্য ? (✓) হ্যাঁ ☐ না ☐
(উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী/সংবাদদাতা/এজেন্ট/হকার/বিজ্ঞাপন সংগ্রহকারী)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আবেদন করতে হবে এই ঠিকানায়
সুহাসচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি মেধাবৃত্তি কমিটি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

● নিজের হাতে পরিষ্কার অক্ষরে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে ● শুধুমাত্র ২০১৮–র পরীক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে ● যাদের পারিবারিক মাসিক আয় ৭৫০০ টাকার নীচে এবং যারা ন্যূনতম ৮০% নম্বর পেয়েছে কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে ● ফর্মের ফোটোকপি অথবা বাইরের ছাপানো ফর্ম গ্রাহ্য হবে না ● প্রয়োজনে ফর্মের সঙ্গে বাড়তি পাতা যোগ করা যাবে ● মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, কোনোরকম সুপারিশ গ্রাহ্য হবে না।

আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে ঃ ১) মাধ্যমিকের মার্কশিটের ফোটোকপি, ২) স্কুলের প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র ৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা মোট বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র।

আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ দিন ১৭ জুন